RAY: International Journal of Multidisciplinary Studies, E-ISSN: 2456-3064
Volume VI, No. 2, October, 2021, pp. 98-113.

প্রোলেতারীয় আন্দোলনে অর্থনীতিবাদের কুপ্রভাব ও লেনিনের প্রতিবাদঃ একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

Aloke Biswas
Assitant Professor, Department of History
Shantipur College, Naida, WB, India
alokeb222@gmail.com

কথাবস্তুর কাঠামো (Structure of Abstract)

উদ্দেশ্য (purpose): বর্তমান গবেষণাপত্রে আন্তর্জাতিক তথা ইউরোপীয় প্রোলেতারীয় আন্দোলনে 'অর্থনীতিবাদ' তথা বুর্জোয়া প্রচারের কুপ্রভাবের বিরুদ্ধে লেনিন কিভাবে যুক্তিজাল বিস্তার করে অর্থনীতিবাদীদের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিয়েছিলেন তা পর্যালোচনা ক্রা হবে ।

পদ্ধতি (Methodology): বর্তমান গবেষণাপত্রটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হবে। গবেষণার প্রধান বিষয় হবে বিশ্লেষণভিত্তিক। লেনিনের ' কী করিতে হইবে' বইটি এবং তাঁর 'আমাদের কর্মসুচি', 'শুরু করতে হবে কোত্থেকে' ও 'অর্থনীতিবাদের সমর্থকদের সঙ্গে আলাপ' প্রবন্ধগুলি গবেষণার তথ্য হিসাবে ব্যবহৃত হবে । প্রাপ্ত তথ্যগুলি গুণবাচক গবেষণা পদ্ধতিতে (Qualitative Research) বিশ্লেষণ করা হবে ।

উপপদ (Findings): প্রোলেতারীয় আন্দোলনের সমর্থক হলেও অর্থনীতিবাদীরা কিভাবে মার্কসবাদকে বিকৃত ও সময়ের অনুপযোগী বলে প্রচার করে প্রোলেতারীয় আন্দোলন ও মার্কসবাদের ক্ষতিসাধন করেছিলেন এবং লেনিন কিভাবে মার্কসবাদের সঠিক ব্যাখ্যা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন তা বিশ্লেষণ করা ।

গবেষণা পত্রের ধরণ (Type of Paper): বিশ্লেষণমূলক

মূল শব্দগুচ্ছ/ পাদটিকা (Keywords): প্রোলেতারিয়েত, আন্দোলন, অর্থনীতি, ভি আই লেনিন, যুক্তি, প্রতিবাদ

সারাংশ: লেনিনের সময়ে ইউরোপে একটা প্রোলেতারীয় আন্দোলন হয়েছিল , যার মূল কথা ছিল শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধিই হল সমাজতন্ত্রে উত্তরণের একমাত্র পথ । তাই শ্রমিক শ্রেণীর উচিত উচ্চতর মজুরি এবং বোনাসের জন্য লড়াই করা । সেদিনকার বলশেভিক পার্টির মতাদর্শীয় চিন্তাকরা এই বুর্জোয়া প্রচারের কোনও কোনও বিষয়কে গ্রহণ করেছিলেন । ফলে লেনিনকে এগিয়ে আসতে হল এই ভুলগুলো সংশোধন করতে । তিনি বললেন উচ্চতর মজুরি ও বোনাস-এগুলিই সব নয় । তিনি বলেন শ্রমিক শ্রেণী রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেই একমাত্র শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান সম্ভব - এর কোনও বিকল্প নেই ।

ভূমিকা: লেনিন প্রোলেতারীয় আন্দোলনে 'ইকনমিজম' বা অর্থনীতিবাদের কুপ্রভাবের ওপর তাঁর লেখা একটি বইয়ের শিরোনাম দিয়েছিলেন 'হোয়াট ইজ টু বি ডান ' । ইউরোপে একটি সামগ্রিক মহতী আন্দোলন হয়েছিল । ইউরোপীয় প্রোলেতারীয় আন্দোলন । এটা জনগণের একটা সামাজিক আন্দোলন, যার বক্তব্য হল শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধিই হল সমাজতন্ত্রের একমাত্র পথ । শ্রমিক শ্রেণীর উচিত বোনাসের জন্য, মজুরির জন্য লড়াই করা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য নয় । লেনিনকে এই পরিস্থিতিতে এগিয়ে আসতে হল এবং ভুলগুলো শোধরাতে হল । তিনি বললেন , উচ্চতর বোনাস , বেশি মজুরি , এসব ঠিকই আছে । কিন্তু এগুলোই একমাত্র পথ নয় । এগূলোই সব নয় । লেনিন বললেনঃ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল না করা পর্যন্ত প্রোলেতারিয়েত কি বিশ্রাম নিতে পারে ? এই ভুলগুলোর বিশ্লেষণ সেদিন লেনিন করেছিলেন তাঁর 'হোয়াট ইজ টু বি ডান' বইটিতে । সেদিনকার বলশেভিক পার্টির মতাদর্শীয় চিন্তাকরা এই বুর্জোয়া প্রচারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং আর কোনও বিকল্প নেই ধরে নিয়ে ওই প্রচারের কোনও বিষয়কে গ্রহণ করেছিলেন । এই ভুলগুলোর কথা ও ওই বইতে আছে । প্রাভদা পত্রিকা এবং বলশেভিক পার্টির অন্যান্য মুখপত্র গুলো কোনও পালটা লড়াই চালায়নি, বুর্জোয়া প্রচারণার কোনও পালটা লড়াই চালায়নি , বুর্জোয়া প্রচারণার কোনও জবাব দিচ্ছিল না , যা তাদের করা উচিত ছিল। অর্থনীতিবাদকে লেনিন চিহ্নিত করেছিলেন

বুর্জোয়া প্রভাব হিসাবেীবাদপ্রোলেতারিয়েতের অভ্যন্তরে বুর্জোয়া প্রভাব । প্রোলেতারিয়েতরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতেই পারে যে দৈনিক মজুরির কয়েক টাকা বৃদ্ধি তাদের পক্ষে খুবই জরুরী এবং প্রয়োজনীয় । একথা ব্যাখ্যা করার জন্য বলশেভিক পার্টির মতো কোনও দলের প্রয়োজন নেই । শ্রমিকরা একথা জানেন, ইতিমধ্যেই তা জেনেছেন। লেনিন চেয়েছিলেন যে বলশেভিক পার্টি ও তাদের পত্রিকাগুলো শ্রমিকদের কাছে যাক এবং তাদের কাছে ব্যাখ্যা করুক যে শ্রমিকরা সমাজ থেকে কী শিখেছেন, কী পেয়েছেন, সামাজিক সুবিধাই বা কী। পার্টি এবং পত্রিকা যথেষ্ট শিক্ষিত, সুতরাং তারা শ্রমিকদের কাছে নিয়ে যাবে রাজনীতিকে, রাজনৈতিক চেতনাকে; অর্থনীতিবাদ তথা অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের রাজনীতিকে নয়।, কয়েক রুবল বেতনবৃদ্ধির বিসয়কেও নয়।(১) বর্তমান প্রবন্ধে প্রোলেতারীয় আন্দোলনে অর্থনীতিবাদ তথা বুর্জোয়া প্রভাবের বিরুদ্ধে লেনিনের প্রতিবাদ ও যুক্তিগুলি পর্যালোচনা করা হবে ।

মূলবিষয়: ১৯ শতকের শেষ ও ২০ শতকের গোড়ায় রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অভ্যন্তরের এই সুবিধাবাদী ধারা বা ‘অর্থনীতিবাদ’ কে বলা যেতে পারে । আন্তর্জাতিক সুবিধাবাদের রুশী রকমফের ‘অর্থনীতিবাদীদের’ মুদ্রিত মুখপত্র ছিল রাশিয়ায় ‘রাবোচায়া মিসল ‘ (১৮৯৭-১৯০২) খবরের কাগজ এবং বিদেশে ‘রাবোচিয়ে দিয়েলো’ (১৮৯৯-১৯০২ খ্রিঃ) পত্রিকা । (২) ‘রাবোচায়া মিসল’ (শ্রমিকদের চিন্তাধারা) প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ সালের অক্টোবর থেকে ১৯০২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত । মোট ১৬ টি সংখ্যা বের হয়েছিল। কে এম তাখতারিনভ

প্রমুখ ছিলেন সম্পাদক ।(৩) 'রাবোচিয়ে দিয়েলো' (শ্রমিক কর্ম) 'রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের বৈদেশিক ইউনিয়ন' – এর অনিয়মিত মুখপত্র ছিল । পত্রিকাটি জেনেভা থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সালের এপ্রিল থেকে ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত । মোট ১২টি সংখ্যা । পত্রিকাটির সম্পাদক মণ্ডলীই ছিল 'অর্থনীতিবাদীদের'('বাবোচিয়ে-দিয়েলোপন্থীদের ') প্রবাসী কেন্দ্র ।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে 'ইস্ক্রা'র ৪নং সংখ্যায় লেনিনের 'কোথায় শুরু করতে হবে ?'প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় । উক্ত প্রবন্ধটিতে প্রকাশিত চিন্তাধারাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ফুটিয়ে তোলার কথা ছিল 'কী করিতে হইবে ?' পুস্তকাটিতে লেনিন লিখেছেন "এর প্রধান আলোচ্য বিষয় হবার কথা ছিল 'কোথায় শুরু করতে হবে ?" –শীর্ষক প্রবন্ধটিতে উত্থাপিত প্রশ্ন তিনটি ; প্রশ্ন তিনটি ছিলঃ আমাদের রাজনৈতিক আলোড়নের চরিত্র মর্ম , আমাদের সাংগঠনিক কর্তব্য এবং একই সঙ্গে ও বিভিন্ন দিক থেকে একটা জঙ্গী দেশব্যাপী সংগঠন গড়ে তুলবার পরিকল্পনা (৪) পুনরায় তিনি লিখেছেন –" উল্লিখিত প্রশ্ন তিনটির বিশ্লেষণকে এই পুস্তিকাখানির প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসাবে রেখেও আর একটু সাধারণ ধরনের দুটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করা প্রয়োজন মনে হয়েছে আমার । প্রশ্ন দুটি হলঃ 'সমালোচনার স্বাধীনতা'র মতো একটি 'স্বাভাবিক ' এবং 'নির্দোষ' দাবি কেন আমাদের কাছে সত্যিকারের সংগ্রাম –প্রতিস্পার্ধা হিসাবে প্রতিভাত হল এবং কেনইবা আমরা সবতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলন সমপর্কে সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের ভূমিকার মূলগত প্রশ্নটির সঙ্গে ও একমত হতে পারি না ।

এছাড়া রাজনৈতিক আলোড়নের চরিত্র ও মর্ম সম্পর্কিত আমাদের মতামতের বিশ্লেষণ লাভ করেছে ট্রেড –ইউনিয়ন রাজনীতি এবং সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতির মধ্যেকার পার্থক্য ব্যাখ্যায় এবং সাংগঠনিক কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের মতামতের বিশ্লেষণ বিকাশলাভ করেছে শৌখিন যে সব কর্মকৌশালে অর্থনীতিবাদীরা সন্তুষ্ট থাকেন সেগুলি, আর আমাদের মতে অপরিহার্য বিপ্লবীদের সংগঠনের মধ্যেকার পার্থক্য ব্যাখ্যায় ।"(৫)

তিনি আরও বলেন , "এছাড়া ও সারা রাশিয়ার জন্য একটা রাজনৈতিক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার 'পরিকল্পনাটির' বিরুদ্ধে উপস্থাপিত যুক্তি-জাল অন্তঃসারশূন্য বলে এবং আমাদের যে ধরনের সংগঠনের দরকার তাকে এসঙ্গে সবদিকে থেকে গড়ে তুলবার কাজ আমরা কিভাবে শুরু করতে পারি –'কোথায় শুরু করতে হবে '-শীর্ষক প্রবন্ধটিতে উথ্থাপিত আমার সেই প্রশ্নের সত্যিকারের কোনও উত্তর এখনও দেওয়া হয়নি বলে – আমি আরও জোরের সঙ্গে এই পরিকল্পনাটিকে তুলে ধরেছি ।"(৬)

গোড়ামি এবং 'সমালোচনার স্বাধীনতা' নামক অধ্যায়ে লেনিন লিখেছেন – "সমালোচনার স্বাধীনতা ' কথাটা নিঃসন্দেহে আজকালকার সবচেয়ে কায়দাদুরস্ত একটা আওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সমস্ত দেশের ডেমোক্র্যাট আর সোস্যালিস্টদের ভেতর বাদানুবাদের সময় এই কথাটারই সবচেয়ে ঘন ঘন ব্যবহার হয়ে থাকে ।"(৭) এরপরই তিনি বলেছেন – "বাস্তবিকপক্ষে একথা গোপন নেই যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসিতে দুটি পৃথক ঝোঁক গড়ে উঠেছে । ... 'বাতিল নীতিসর্বসব'

মার্কসবাদ সম্পর্কে 'সমালোচনার ' মনোভাব গ্রহণ করেছে যে 'নতুন' ঝোঁক , সেটা বলতে কী বোঝায় বার্ণস্টাইন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সেটা বলেছেন এবং তার বাস্তব মহড়া দিয়ে দেখিয়েছেন মিলেরা ।"(৮)

বার্ণস্টাইন সম্পর্কে তিনি বলেছেন , "সমাজ বিপ্লবের পার্টি থেকে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসিকে সমাজসংস্কারের গণতান্ত্রিক পার্টিতে রূপান্তরিত হতে হবে – বার্ণস্টাইন এই রাজনৈতিক দাবির চারপাশে সুবিন্যস্ত 'নতুন' যুক্তিতর্কের তোপের বহর সাজালেন ।"(৯) লেনিনের মতে সমাজতন্ত্রবাদের নতুন 'সমালোচনার স্বাধীনতার' অর্থ হল সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসিকে একটা গণতান্ত্রিক সংস্কারবাদী পার্টিতে পরিণত করবার স্বাধীনতা , সমাজতন্ত্রবাদের ভেতর বুর্জোয়া পুঁজিবাদী ভাবধারা এবং উপাদন ঢুকবার স্বাধীনতা ।

পরবর্তীকালে রাবোচিয়ে দিয়েলো 'বিদেশে কর্মরত সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক সংগঠন গুলোর ঐক্যসম্ভব কি ?'-এই প্রশ্নের উত্তর হিসেবে সে দাবি তোলে ঐক্যকে স্থায়ী রূপ দিতে গেলে সমালোচনার স্বাধীনতা চাই-ই । লেনিন বলেছেন – "এই বক্তব্য থেকে অন্যন্ত সুনির্দিষ্ট যে দূটো সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছাতে হবে তা হলো এইঃ (১) রাবোচিয়ে দিয়েলো তার পক্ষপুটে আন্তর্জাতিক সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসির ভেতরকার সুবিধাবাদী ঝোঁকটিকে আশ্রয় দিয়েছে , আর (২) রাবোচিয়ে দিয়েলো রুশ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসিতে সুবিধাবাদের স্বাধীনতা দাবি করে ।(১০)

দ্বিতীয় অধ্যায়ে (জনগণের সবতঃস্ফূর্ততা এবং সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির শ্রেনীচেতনা) লেনিন বলছেন –"বাস্তবিক পক্ষে গণজাগৃতির (মুখ্যত, শিল্পশ্রমিকদের জাগরণের) ভেতরেই যে আজকের আন্দোলনের শক্তি নিহিত রয়েছে এবং দুর্বলতা নিহিত রয়েছে বিপ্লবী নেতাদের চেতনা ও উদ্যোগহীনতায় – এ সম্পর্কে এ পর্যন্ত কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেননি বলেই আমরা মনে করি ।"(১১)

লেনিনের মতে ,-সম্প্রতি এমন এক চরম বিস্ময়কর আবিষ্কার ঘটেছে, যার ফলে এ প্রশ্নে এতদিনকার প্রচলিত সমস্ত ধারণাই ধূলিসাৎ হতে বসেছে । এ আবিষ্কার হলো রাবোচিয়ে দিয়েলোর ইস্ক্রা আর জারিয়ার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে পৃথক পৃথক ভাবে বিভিন্ন প্রশ্ন সম্পর্কে আপত্তি জানিয়েই সে শুধূ নিরস্ত হয়নি , আরও বেশী নিগূঢ় একটা ব্যাপারের ফলেই 'সাধারণ মত বৈষম্যের' উদ্ভব হয়েছে বলে অভিযোগও জানিয়েছে, " সবতস্ফূর্ততা এবং সচেতন 'সুশৃঙ্খলার' আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে ভিন্নমুখী বিশ্লেষণের জন্যেই এ মতবৈষম্যে – সে অভিযোগ ও তুলেছে । রাবোচিয়ে দিয়েলো তার অভিযোগকে সূত্রবদ্ধ করেছিল এইভাবেঃ "বিকাশের বাস্তব অথবা সবতস্ফূর্তর দিকটির তাতপর্যকে ছোট করে দেখা হয়েছে ।" লেনিন বলেছেন সাধারণ মতবৈষম্যের জন্যই চেতনা ও সবতস্ফূর্ততার পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্ন সাধারনের কাছে এত বেশী কৌতূহলোদ্দীপক এবং এই কারনেই এ প্রশ্নের আলোচনা প্রয়োজন ।

রাশিয়াতে ঊনিশ শতকের দশম দশকের মাঝামাঝি (১৮৯৬ খ্রিঃ) সেন্ট পিটার্সবুর্গের ধর্মঘটগুলি সবতস্ফূর্ত হলেও শ্রমিকদের এই ধর্মঘটগুলো

শুধূমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামই ছিল, তখনও পর্যন্ত এগুলি সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক হয়ে ওঠেনি । লেনিনের মতে,” এই চেতনা তাদের কাছে আনা যায় বাইরে থেকে । সমস্ত দেশেরই ইতিহাসে দেখা যায় যে, একমাত্র নিজের চেষ্টায় শ্রমিকশ্রণী শুধূ ট্রেড ইউনিয়ন চেতনার বিকাশেই সক্ষম । অর্থাৎ নিজে নিজে সে প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পারে ইউনিয়নগুলির ভেতর সম্মিলিত হওয়ায় , মালিকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার , প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পারে দরকারী শ্রম আইন প্রভৃতি পাস করতে সরকারকে বাধ্য করতে । কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদের তত্ত্ব সম্পত্তিশালী শ্রেণীর প্রতিনিধি বুদ্ধিজীবীদের দার্শনিক , ঐতিহাসিক আর অর্থনৈতিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ থেকে বেরিয়ে এসেছে । আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের উদ্গাত্তা মার্কস এবং এঙ্গেলস সামাজিক পদমর্যাদার দিক থেকে ছিলেন বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর লোক । অনুরুপভাবে রাশিয়াতে ও সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসির তাত্ত্বিক মতবাদ সবতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ – নিরপেক্ষভাবেই গড়ে উঠেছিল । বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে চিন্তাধারার বিকাশের একটা অনিবার্য পরিনত হিসাবেই এর উদ্ভব হয়েছিল । যে সময়ের কথা আমরা বলছি অর্থাৎ দশম দশকের মাঝামাঝি, এই মতবাদ শুধু মুক্তি সংঘের পরিপূর্ণ ভাবে প্রণীত কর্মসূচীতেই সবপ্রকাশ ছিল না, রাশিয়ার বিপ্লবী যুব সম্প্রদায়ের অধিকাংশের আনুগত লাভ করেছিল “(১২) লেনিন লিখছেন, “সুতরাং একই সঙ্গে আমরা দুটো জিনিষ পেয়েছিলামঃ সচেতন জীবন এবং সংগ্রামের পথে শ্রমিক সাধারনের স্তস্ফূর্ত জাগরণ ,আর পেয়েছিলাম শ্রমিকদের কাছে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক তত্ত্বের অস্ত্রসজ্জিত বিপ্লবী

যুবসম্প্রদায়ের পৌঁছাবার প্রচেষ্টা ।“ (১৩) সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটদের সেন্ট পিটার্সবার্গ গ্রুপের ‘রাবোচিয়ে দিয়েলো ‘ গ্রামে সংবাদপত্র রুশ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসির ঐতিহাসিক কর্তব্যকে যথাসম্ভব ব্যাপকভাবে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল । কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সামরিক পুলিশের তৎপরতার জন্য এই প্রচেষ্টা বিফল হয়। এর জন্য সোস্যাল-ডেমোক্যাটদের দোষ দেওয়া যায় না । লেনিনের মতে , “কিন্ত্তু সেই আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার এবং তা থেকে কার্যকারী শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে প্রতিটি দোষ ত্রূটির কারণ এবং তাতপর্য আমাদের পুরোপুরি বুঝতে হবে । ...বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা এবং সাংগঠনিক দক্ষতা এমনই বস্তু যে সেগুলোকে নিশ্চয়ই লাভ করা সম্ভব , যদি অবশ্য ইচ্ছা থাকে এ গুণগুলোকে লাভ করার , যদি অবশ্য চিনে বার করা যায় ভুলত্রুটিগুলোকে ধরতে পারলেই সংশোধনের কাজ আধি-আধি হয়ে যায় ।“(১৪)

এরপর লেনিন বলছেন – “যাইহোক, যেটা খুব বড় দুভাগ্য ছিল না সেটা সত্যিকারের দুর্ভাগ্য হয়ে উঠল তখন যখন এই চেতনা হয়ে উঠল স্তিমিত , যখন এমন সব লোকের এবং এমনকি সোস্যাল-ডেমোক্যাটিক মুখপত্রের আবির্ভাব হলো , যারা সবতঃস্ফূর্ত্তার সামনে দাসসুলভ নতজানু হবার জন্যে একটা তাত্ত্বিক ভিত্তি খাড়া করার ও চেষ্টা করল । এই ঝোক যার সারমর্মকে ভুলভাবে এবং অনেক সময় খুবই সণকীর্ণভাবে ‘অর্থনীতিবাদ’ আখ্যা দেওয়া হয় ।“(১৫)

স্তঃস্ফূর্তার কাছে এইভাবে বশ্যতা স্বীকার এবং তার প্রচারে মিশল পত্রিকার ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ । রাবোচায়া মিস্ল এর আত্মপ্রকাশ অর্থনীতিবাদকে দিনের আলোয় নিয়ে আসে । বৈপ্লবিক সংগঠনকে সংহত করার দিকে এগিয়ে যাবার জন্য শ্রমিকদের ডাক না দিয়ে, রাজনৈতিক কর্মধারাকে ব্যাপক করে তুলবার জন্যে তাদের আহ্বান না জানিয়ে তারা শুরু করলো নির্ভেজাল ট্রেড ইউনিয়ন লড়াইয়ের পরে পশ্চাদপসরণের আহ্বান জানাতে । “রাজনীতি সব সময় বাধ্যভাবে অর্থনীতির অনুসরণ করে “-ইত্যাদি ধরনের বাধাবুলি রেওয়াজ হয়ে দাড়ালো ।

চেতনা সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল সবতঃস্ফূর্তায় ‘সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটরা বলতে থাকে যে, একটা রুবলের উপর একটা কোপেক বৃদ্ধি পাওয়ায় মূল্য সমাজতন্ত্র এবং রাজনীতির চেয়ে বেশী , এবং তারা “লড়াই করবে এই কথা জেনে যে তাদের লড়াই কোন ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য নয়, তাদের নিজেদের এবং সন্তান-সন্ততির জন্য।“ কিন্তু লেনিনের মতে , “শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ একে বুরজোয়া মতাদর্শের আওতায় এনে ফেলে...কেননা স্বতস্ফুর্ত শ্রমিক আন্দোলন বিশুদ্ধ ট্রেড ইউনিওনবাদ এবং ট্রেড ইউনিওনবাদের অর্থ হল বুর্জোয়া শ্রেনির কাছে শ্রমিকশ্রেনির মতাদর্শ গত দাসত্ব। সুতরাং আমাদের করতব্য, সোশ্যাল-ডেমক্র্যাসির কর্তব্য হল স্বতস্ফুরততার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।(১৬)

রাজনৈতিক আলোড়ন এবং দ্বারা রাজনৈতিক আলোডনের সংকোচন প্রসঙ্গে লেনিন অর্থনীতিবাদীদের প্রচারিত অর্থনৈতিক সংরামেই

রাজনৈতিক চরিত্র আরপ- এই ত্বত্বের কঠোর সমালোচনা ক্রেন। লেনিন অর্থনীতিবাদীদের এই ধরণের রাজনীতিকে অভিহিত করেন ‘ট্রেড ইউনিওনবাদী রাজনীতি’ বলে যা সোস্যাল- ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতি থেকে শত যোজন দূরে।অর্থনীতিবাদীরা কারখানার শ্রমিকদের আর্থিক দুরাবস্থার উন্নতির জন্য কারখানা ও শিল্পের অবস্থাগুলির আসল চেহারা তুলে ধরার কাজে জোর দেয়। এর ফলে রাশিয়ায় মালিনশ্রেণি শ্রমিকদের দাবিদাওয়া অনেকটাই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা শুধুমাত্র উন্নততর শর্তে শ্রম ক্ষমতা বিক্রির জন্য শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়না, তারা নেতৃত্ব দেয়- যে সমাজ ব্যাবস্থায় শ্রমিকরা ধনিকদের কাছে আত্ম বিক্রয় করতে বাধ্য হয় সেই সমাজব্যাবস্থার বিলোপের জন্যও।

রাজনৈতিক শিক্ষার বিষয়বস্তু কি হবে সে সম্পর্কেও লেনিন স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন। রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কে শ্রমিক শ্রেনির বইরীভাব প্রচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাটাই যথেষ্ট নয়। শ্রমিকরা যে রাজনৈতিকভাবে নিপীড়িত এটা তাদের কাছে ব্যাখ্যা করাটাই সব নয়। আলোড়ন সৃষ্টির জন্য এই অত্যাচারের প্রতিটি বাস্তব দৃষ্টান্তের সুযোগ গ্রহণ করা উচিৎ

অর্থনীতিবাদের প্রভাব মুক্ত হয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে ডেমোক্র্যাটদের উচিৎ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামকে প্রোলেটারিয়েতের অখণ্ড শ্রেনি- সংগ্রামে অচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত করা। এর জন্য সোশ্যাল- ডেমোক্র্যাটদের সাংগঠনিক কর্তব্য এবং একই সাথে ও বিভিন্ন দিক থেকে একটা জঙ্গী দেশব্যাপী সংগঠন গড়ে তুলবার পরিকল্পনার

প্রয়োজনীয়তায় কথা তুলে ধরেন লেনিন । মার্তিনভ 'শ্রমিকসাধারণের কর্মতৎপরতার মান উন্নত করার তত্ব' উপস্থাপন করে এবং ইস্ক্রার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে প্রকাশ করে প্রকৃতপক্ষে হেয় করার অপচেষ্টাই জাহির করেছেন বলে লেনিনের অভিমত ছিল । কেননা যে অর্থনৈতিক সংগ্রামের সম্মুখে সমস্ত অর্থনীতিবাদী নতজানু তাকেই তিনি কাম্য বলে ঘোষণা করেছেন । লেনিনের মতে, "প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক সাধারণের কর্মতৎপরতাকে 'অর্থনৈতিক ভিত্তিতে রাজনৈতিক প্রচারান্দোলনের' সীমার মধ্যেই সম্পুর্ণভাবে করা না হয় । যতটা দরকার রাজনৈতিক প্রচারান্দোলনকে ততখানি প্রসারিত করবার একটা মৌলিক শর্ত হল রাজনৈতিক স্বরূপ –উদঘাটনের ব্যাপক সংগঠন । এই ধরনের স্বরূপ – উদঘাটনের কাজ ছাড়া আর কোনোভাবেই জনগণের রাজনৈতিক চেতনা এবং বৈপ্লবিক কাজকর্মে শিক্ষা দেওয়া যায় না ।"(১৭)

কোন ধরনের সংগঠন বা পার্টি এই স্বরূপ –উদঘাটনের কাজ করতে সক্ষম ? লেনিন বলেছেন , "সত্যিকারের দেশব্যাপী স্বরূপ – উদঘাটনের কাজ সংগঠন করতে সক্ষম এমন এক পার্টিই শুধু আমাদের যুগে বৈপ্লবিক শক্তিগুলির অগ্রবাহিনী হতে পারে ।" (১৮) সরকারের স্বরূপ –উদ্ঘাটনের কাজকে দেশজোড়া ভিত্তিতে সংগঠিত করার প্রয়োজনে সেই আন্দোলনের শ্রেণি চরিত্রের অভিব্যক্তিটা কি রকম হবে ? এর উত্তরে লেনিন বলছেন , "এই সব্রূপ উদঘাটন সংগঠিত করবে সোস্যাল – ডেমোক্র্যাটবাই; প্রচারান্দোলন থেকে যেসব সওয়াল দেখা দেবে তার জবাব দেওয়া হবে সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক আদর্শেই; এইসব জবাবে

মার্কসবাদের সজ্ঞান কিংবা অজ্ঞান কোন বিকৃতিকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে না । এইসব ঘটনার মধ্যেই অভিব্যক্তি হবে আন্দোলনের শ্রেনী-চরিত্রের। স্বকীয় রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেও যে পার্টি সমগ্র জনগণের নামে সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি, সর্বহারা শ্রেনীর বিপ্লবী শিক্ষা , শ্রমিক শ্রেণির অর্থনৈতিক সংগ্রামের নেতৃত্ব, শোষকদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর যে সংঘর্ষগুলির ফলে আমাদের শিবিরে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় সর্বহারাদের সমাবেশ হয় সেই সমস্ত স্বতঃস্ফূর্ত সংঘর্ষের সদব্যাবহার – এই সমস্তকে একটি অবিভাজ্য সমগ্রতায় গ্রথিত করতে পারে, তেমন একটি পার্টিই এই সবমুখী রাজনৈতিক প্রচারান্দোলনকে পরিচালিত করবে – এই ঘটনার মধ্যেও অভিব্যাক্ত হবে আন্দোলনের শ্রেণিচরিত্রের।“(১৯)

সারা রাশিয়ার জন্য একটা রাজনৈতিক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার যে পরিকল্পনা ইস্ক্রা পত্রিকায় লেনিন করেছিলেন তার সমালোচনা করেছিলেন এল নাদেজদিন। ‘বিপ্লবের আসন্ন মুহূর্ত’ নামক প্রবন্ধে তিনি লেখেন, “...স্থানীয়ভাবে শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠনসমুহকে শিক্ষিত করে তোলা না হলে, চমৎকারভাবে সংঘটিত একটি সারা- রুশ সংবাদপত্র দিয়ে কি লাভ হবে?(২০) এর উত্তরে লেনিন বলেন, “সারা- রুশ রাজনৈতিক সংবাদপত্রের পরিকল্পনা গোঁড়ামি আর সাহিত্যকদের সংক্রামিত কর্মবিলাসীদের কর্মফল তো নয়ই, বরং তা হল এমন একটি পরিকল্পনা যা মামুলি নিত্যনৈমিত্তিক কর্মফল না ভুলে গিয়েও অভ্যুথানের জন্য অবশ্য এবং সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি কারয্যকর করে তলে।“(২১)

'হোয়াট ইজ টু বি ডান' বইয়ের উপসংহারে লেনিন রাশিয়ায় অর্থনীতিবাদের যুগের অবসানের আহ্বান জানান । বস্তুত তৎকালীন ইউরোপীয় বা আন্তর্জাতিক সোস্যাল-ডেমোক্র্যাসির ভাবনায় যে দোদুল্যমানতা দেখা দিয়েছিল ; মার্কস-এঙ্গেলসের মতবাদে ত্রুটি আছে ও তা পুরনো হয়ে গেছে বলে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল ; বা মার্কস-এঙ্গেলসের তত্ত্বের বিকৃতি ঘটিয়ে অর্থনীতিবাদীরা প্রোলেতারীয় আন্দোলনকে যে পেছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন তার বিন্যারুদ্ধে লেনিন যুক্তি-জাল বিস্তার করে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে সময়োপযোগী কাজই করেছিলেন । মার্কসবাদ কোনো চূরান্ত মতবাদ নয়, কেননা সে তত্ত্ব দেয় কেবল সাধারণ দিগদর্শক প্রস্তাব । স্থান-কালভেদ মার্কসবাদের খুঁটিনাটি বিষয় ভিন্নভাবে প্রযোজ্য হতে পারে ।কিন্তু মার্কসবাদের মূলনীতিগুলির বিকৃতি ঘটিয়ে অর্থনীতিবাদীরা প্রোলেতারীয় আন্দোলনের ক্ষতিসাধনই করেছিলেন । তার বিরুদ্ধে যুক্তিজাল বিস্তার করে লেনিন ঐতিহাসিক ভূমিকাই পালন করেছিলেন । আর এখানেই লেনিনের প্রচেষ্টায় সার্থকতা ।

গ্রন্থপঞ্জি

১। উৎপল দত্ত, অনু. প্রতাপ সি ঘোষ, হোয়াট ইজ টু বি ডান, কলকাতা, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, ২০১০, পৃ. ১২, ১৩

২। ভ.ই. লেনিন, রচনা সংকলন (প্রথম ভাগ), মস্কো, প্রগতি প্রকাশন , ১৯৭০, পৃ. ২৩৬

৩। ভি আই লেনিন , কী করিতে হইবে , কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১, পৃ. ১৮৭

৪। ভি আই লেনিন, কী করিতে হইবে, পৃ. ৬

৫। তদেব, পৃ. ৬,৭

৬। তদেব, পৃ. ৭

৭। তদেব, পৃ. ৯

৮। তদেব

৯। তদেব

১০। তদেব, পৃ. ১২

১১। তদেব, পৃ. ৩০

১২। তদেব, পৃ. ৩১,৩২

১৩। তদেব, পৃ. ৩২

১৪। তদেব, পৃ. ৩৪

১৫। তদেব, পৃ. ৩৩,৩৪

১৬। তদেব, পৃ. ৩৮

১৭। তদেব, পৃ. ৬৭

১৮। তদেব, পৃ. ৮৩

১৯। তদেব, পৃ. ৮৪

২০। তদেব, পৃ. ১৫১

২১। তদেব, পৃ. ১৬৬